REG. NO. C. 853

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ পত্র।

রঘুনাথগঞ্জ পণ্ডিত প্রেসে শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

৬ষ্ঠ বর্ষ | রঘুনাথগঞ্জ—মুর্শিদাবাদ ৩১শে ভাদ্র বুধবার ১৩২৬ ইংরাজী 17th September 1919. | ১৫শ সংখ্যা।

বিজ্ঞাপনদাতাগণের জ্ঞাতব্য নিয়মাবলী।

জঙ্গিপুর সংবাদে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতে হইলে এক সপ্তাহের জন্য প্রতি লাইন ।০ আনা হিসাবে এক মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৵০ আনা হিসাবে তিন মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ৴০ আনা হিসাবে ছয় মাসের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄১০ আনা হিসাবে এক বৎসর বা ততোধিক কালের জন্য প্রতি লাইন প্রতিবার ⁄০ এক আনা হিসাবে

বড় বড় বিজ্ঞাপনের দর কার্য্যালয়ে আসিয়া বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে। ব্লক বিজ্ঞাপন দাতাকে নিজে দিতে হইবে। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। কিন্তু পরিচিত বিজ্ঞাপন দাতাগণের নিকট পরেও বিল করিয়া মূল্য আদায় করা হইয়া থাকে।

জঙ্গিপুর সংবাদের নিয়মাবলী

জঙ্গিপুর সংবাদের বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ⁄১০ দুই পয়সা। যে সংখ্যায় নিলামী ইস্তাহারের বিজ্ঞাপন মুদ্রিত হইবে তাহার নগদ মূল্য ⁄০ এক আনা। বাৎসরিক মূল্য অগ্রিম দেয়। যিনি যে সময় হইতে বার্ষিক মূল্য প্রদান করিবেন পর বৎসর সেই সময় পর্য্যন্ত এক বৎসর জঙ্গিপুর সংবাদ পাইবেন। তাঁহার মূল্য শেষ হইলে পত্র দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে। যিনি যে সংখ্যায় প্রবন্ধ বা সংবাদ প্রেরণ করিবেন তাঁহাকে সেই সংখ্যা বিনা মূল্যে দেওয়া যাইবে।

যাবতীয় চিঠি পত্র, মনিঅর্ডার, ও বিনিময় সংবাদাদি [illegible] আমার নামে পাঠাইতে হইবে।

শ্রীশরচ্চন্দ্র পণ্ডিত, জঙ্গিপুর সংবাদ কার্য্যালয়, রঘুনাথগ[illegible]

সর্ব্বগুণে বিশ্ববিজয়ী—

কেশরঞ্জন তৈল।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। গুণে বিশ্ববিজয়ী, ও প্রতিদ্বন্দ্বী-বিহীন। এই কেশতৈল-প্লাবিত বঙ্গভূমে —বহুদিন হইতেই আমাদের কেশরঞ্জন একাধিপত্য করিয়া আসিতেছে। শ্রেষ্ঠগুণই ইহার কারণ।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। প্রত্যেক প্রতিভাসম্পন্ন লোক, ইহাকে তাঁহাদের চিন্তাশীলতার ও মস্তিষ্ক-আলোচনার সহায় বলিয়া ভাবেন। এই জন্য জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট, ব্যারিষ্টার উকীল, বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সকলেই ইহার গুণমুগ্ধ ভক্ত।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। মহিলাকুলের সোহাগের অনুরাগ। কেশরঞ্জন বর-বপুতে লেপন করিতে পারিলে, কেশরঞ্জন সিক্ত করিয়া বেণী বন্ধন করিতে পারিলে, তাঁহারা কৃতার্থমন্য হয়েন।

আমাদের কেশরঞ্জন তৈল। কেশ বৃদ্ধি করিতে, কেশের মসৃণতা সম্পাদনে, কেশস্খলন (টাক) নিবারণে, কেশের শত্রু মরামাস ও খুস্কি নিবারণে এবং অঙ্গের লাবণ্য ও মুখের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধিতে অতুলনীয়।

এক শিশি ১৲ এক টাকা; মাশুলাদি ।৵০ ছয় আনা। তিন শিশি ২।০ দুই টাকা চারি আনা; মাশুলাদি ৸০ বার আনা। ডজন ৯৲ নয় টাকা মাশুলাদি স্বতন্ত্র।

অশোকারিষ্টের স্বল্প পরিচয়।

অশোকারিষ্ট ঋষিদের উর্ব্বর মস্তিষ্কজাত—রমণী কল্যাণকর মহারিষ্ট। স্ত্রীস্বভাবসুলভ ব্যাধিসমূহে ইহার কার্য্যকরীশক্তি অসীম। অনেক সঙ্কটক্ষেত্রে অথবা চিকিৎসক পরিত্যক্ত রোগীকে, ইহা শান্তি-সুখময় আরোগ্য প্রদান করিয়াছে। "অশোকারিষ্টে" রমণীরক্ষা হয়—রমণীর রোগ বিদূরিত হয়—আর বন্ধ্যা রমণী, বন্ধ্যাত্বের দারুণ নিরাশা-বন্ধন হইতে চিরবিমুক্ত হয়। "অশোকারিষ্ট" ব্যবস্থা করিয়া আমরা অনেক সম্ভ্রান্ত কুল-মহিলাকে কৃচ্ছ্রসাধ্য রমণী সুলভ সাংঘাতিক ব্যাধির কবল হইতে বিমুক্ত করিয়াছি। বাঙ্গালীর শান্তিময় সংসারের লক্ষ্মীরূপিণী রমণীদের রক্ষা করা যদি একটী পবিত্র ব্রত ও কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করেন, তবে তাঁহাদের রোগসংবাদ শ্রবণ মাত্রেই "অশোকারিষ্ট" লইয়া ব্যবহার করিতে দিন।

মূল্য প্রতি শিশি ... ১৷০ দেড় টাকা।
প্যাকিং ও ডাকমাশুল ... ৷৴০ নয় আনা।

হতাশের আশার কথা—বিনামূল্যে ব্যবস্থা।

মফঃস্বলের রোগিদের অবস্থা অর্দ্ধ আনার টিকিটসহ আনুপূর্ব্বিক লিখিয়া পাঠাইলে, আমি স্বয়ং ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি।

আমাদের ঔষধালয়ে তৈল, ঘৃত, আসব, অরিষ্ট, জারিত ও শোধিত ধাতুদ্রব্যাদি, এবং স্বর্ণঘটিত মকরধ্বজ, মৃগনাভি প্রভৃতি সর্ব্বদা সুলভ মূল্যে পাওয়া যায়।

গবর্ণমেণ্ট মেডিক্যাল ডিপ্লোমা প্রাপ্ত, প্যারিস কেমিক্যাল সোসাইটী, লণ্ডন সার্জ্জিক্যাল এড্ সোসাইটী, ও লণ্ডন সোসাইটী অব্ কেমিক্যাল ইণ্ডাষ্ট্রীর সভ্য,

শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত কবিরাজের

আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।

১৮।১ ও ১৯নং লোয়ার চিৎপুর রোড, কলিকাতা

হিলিংবাম

নূতন ও পুরাতন মেহ এবং ধাতু দৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

১ মাত্রায় পরিচয়! এক দিবসে জ্বালাক্ষয়!! এক সপ্তাহে নিরাময়!!!

মেহের জড় "গণোকোকাই" জড় নষ্ট না হইলে রোগ সারে না। হিলিংবাম এ জড়-নষ্টকর উপাদানে প্রস্তুত, সেই জন্য কেবল মাত্র ইহাই মেহের মহৌষধ। মেহ রোগ আজ কাল শতকরা ৯৫ জনের হয়। কিন্তু এই রোগ-রাক্ষসের সমুচিত ঔষধ "হিলিংবাম"। আর বাজে ঔষধ সেবন করিয়া শক্তি অর্থ ও সামর্থ্য নষ্ট করিবেন না। আমাদের ঔষধ ২৪ বৎসরের অধিক পুরাতন।

আজ কাল ভাল ঔষধের 'জেল' হইয়া থাকে, আমাদের হিলিংবামও এ বিষয়ে ছাড় পায় নাই। জাল হিলিংবাম ছাড়া অনেক "বাম" আজ কাল বাজারে দেখা দিয়াছেন। এই সকল জাল ঔষধ হইতে সাবধান হইবেন।

মেহ রোগ কি, তাহা বোধ হয় সকলেই জানেন। প্রধানতঃ মেহের উপসর্গ এইগুলি— প্রস্রাবের জ্বালা যন্ত্রণা, প্রস্রাব সরল না হওয়া, বার বার বেগ হওয়া, কিন্তু প্রস্রাব খোলসা না হইয়া মূত্রনালী টন্ টন্ করা, রক্ত পূঁজ যুক্ত খড়িগোলার মত বা ঘোলা প্রস্রাব হওয়া, কাপড়ে সাদা সাদা দাগ লাগা, মাথাধরা, মাথাঘোরা, অরুচি, কাজে মন না লাগা, কোষ্ঠ কাঠিন্য, হাত পা-গা টাটান, গাঁট কন্ কন্ করা, কিছু মনে না থাকা, রাত্রে ভাল ঘুম না হওয়া, অল্প উত্তেজনায় এমন কি প্রস্রাবসহ বা কোষ্ঠ ত্যাগকালে ধাতুক্ষয়, স্বপ্নদোষ, আংশিক পুরুষত্বহানি ইত্যাদি। হিলিংবাম যে কত শত সহস্র প্রশংসা পত্র পাইয়াছে তাহা গুনিয়া শেষ করা যায় না। ধনী নির্ধন স্ত্রী পুরুষ সকলেই ঔষধের অত্যাশ্চর্য্য উপকারিতা দেখিয়া প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছেন। কিন্তু এ সকল বাদ দিলেও নিম্নে দেখুন কত বড় বড় ডাক্তার প্রশংসা করিয়াছেন।

কেবল কয়েকজন ডাক্তারের নাম।

(১) কর্ণেল কে, পি, গুপ্ত, (আই, এম, এস,) এম, এ, এম, ডি,—এফ, আর, সি, এস—পি, এস, ডি,—এস, এস, সি; (২) মেজর বি কে, বসু—(আই, এম, এস,) এম, ডি, সি, এম; (৩) মেজর এস, পি, সিংহ, (আই, এম, এস,) এম, আর, সি, পি এম, আর, সি, এস; (৪) ডাঃ এস, চক্রবর্ত্তী এম, ডি; (৫) ডাঃ ইউ, গুপ্ত এম, ডি; (৬) ই, এম, গুরুং এম, ডি; (৭) আর মলিয়ার এম, বি, সি, এম; (৮) ডাঃ টি, ইউ, আমেদ এম, বি, সি, এম, এল, এস, এ; (৯) ডাঃ এ, ফারমী, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস; (১০) ডাঃ জি, সি, বেজবড়ুয়া; এল, আর, সি, পি, এল, এফ, পি; (১১) ডাঃ আর, জি, কর, এল, আর, সি, পি, এণ্ড এস ইত্যাদি।

হিলিংবাম সমস্ত ডাক্তারখানায় বিক্রয় হয়।

মূল্য বড় শিশি ২৷০; ছোট শিশি ১৸০; ভিঃ পিঃতে প্যাকিং ডাক খরচাদি স্বতন্ত্র।

আর, লগিন্ এণ্ড কোং

ম্যানুঃ—কেমিষ্টস্।

১৪৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

টেলিগ্রাম—"হিলিং", কলিকাতা

প্রতিযোগিতার ফলে
ডাঃ নন্দলাল পালের রঘুনাথগঞ্জ ঔষধালয়ে
সোডা লেমনেডের
হরির লুট!
সোডা প্রতি বড় বোতল
এক পয়সা।
লিমনেড, জিন্‌জারেড, রোজেট, অরেন্‌জেড
পাইন-এপল, আইসক্রিম সোডা প্রভৃতি
সুমিষ্ট জল প্রতি বড় বোতল
দুই পয়সা মাত্র।
সস্তা বলিয়া জিনিস খারাপ করা হয় নাই। পূর্ব্ববৎ প্রণালীতে পূর্ব্ববৎ মসলা দিয়া প্রস্তুত হইতেছে।
শ্রীঅবিনাশচন্দ্র পাল,
রঘুনাথগঞ্জ।

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ।

৩১এ ভাদ্র বুধবার, ১৩২৬ সাল।

উলটা বুঝিলি রাম!

বহরমপুরের প্রতিকারে প্রকাশ বিদেশে চালান হওয়াতে বহরমপুরে ক্রমশঃ চাউলের মূল্য চড়িতেছিল। ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুর আদেশ করিলেন, চাউল বিদেশে আর কেহ চালান দিতে বা বিদেশী খরিদ্দারদিগের নিকট বিক্রয় করিতে পারিবে না। শুনিয়া আমাদের প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইয়াছিল যে, এখন অন্ততঃ পাঁচ সের দরে মোটা চাউল পাওয়া যাইবে। দুই তিন দিন যাবত যাহা শুনা যাইতেছে, তাহাতে দেখা যায় যে, চালান বন্ধ করিবার আদেশে বিপরীত ফল ফলিতে আরম্ভ হইয়াছে। মফঃস্বল হইতে চাউল আমদানি হইয়াই সদরে তাহা বিক্রয় হইয়া থাকে। ঐ আদেশের ফলে সদরে চাউল আমদানি হইতেছে না। গোরাবজারের কার্ত্তিক সাহার লোক কান্দি অঞ্চলে চাউল কিনিতে গিয়াছিল. তত্রত্য পুলিশ তাহাকে চাউল কিনিয়া আনিতে বাধা দিয়াছেন। কালু ঘরামী এক গাড়ী খৈল লইয়া বিক্রয় করিতে গিয়াছিল, সেও রাস্তা হইতে ফিরিতে বাধ্য হইয়াছে। সহরের পাকা রাস্তা ও ঘরবাড়ীর উপরে যে ধান্য জন্মে না, মফঃস্বল হইতে আমদানী না হইলে সহরের লোকে যে তাহা পাইতে পারে না. একথা বোধ হয় আর কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। আমরা এ সম্বন্ধে সহর কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। সত্বর মফস্বল হইতে সদরে চাউল আনিবার ব্যবস্থা না করিলে সদরে আরও হাহাকার উঠিবে।"

শনিবারের বারবেলা।

জঙ্গিপুর মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বাবু লালবিহারী দাস মহাশয়ের তিন চারিটী পুত্র গতপূর্ব্ব শনিবার পিতার অনুপস্থিতে তাঁহার টমটম জুড়িয়া রঘুনাথগঞ্জ বোখারা রাস্তায় বেড়াইতে গিয়াছিল। মাইল দুই পথ গিয়া টমটমের ঘোড়াটী চমকাইয়া উঠে এবং পার্শ্ববর্ত্তী বন্যা প্লাবিত নিম্নভূমিতে পড়িয়া যায়। বালকগুলি ভাগ্যক্রমে রক্ষা পাইয়াছে কিন্তু ঘোড়াটী ডুবিয়া গিয়া অশ্বলীলা সম্বরণ করিয়াছে। বালকগুলির কোন ক্ষতি না হইলেও সামান্য সামান্য আঘাত লাগিয়া শনিবারের বারবেলা ফলিয়াছে।

প্রথম মুন্সেফ বাবুর বদলী।

চৌকী জঙ্গিপুরের প্রথম মুন্সেফ শ্রীযুক্ত বাবু অনঙ্গমোহন লাহিড়ী মহাশয়ের জঙ্গিপুরে কার্য্যকাল শেষ হওয়ায় ৺পূজার পর তাঁহাকে ঢাকা সদরে কার্য্যভার গ্রহণ করিবার আদেশ হইয়াছে। অনঙ্গ বাবুর গুণের কথা কিঞ্চিৎ না বলিয়া থাকা নেহাৎ নেমকহারামী হইবে। তাঁহার এই দুই বৎসর মাত্র স্থিতকালে তিনি নিজের চাকরীর দুকুড়ি সাতের খেলা বজায় রাখিয়াও মহকুমাবাসীর হিতার্থে অনেক উদ্যম উদ্যোগ করিয়াছেন। তিনি জঙ্গিপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়ের প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণ করিয়া স্কুলের উন্নতির জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছেন। স্কুলের এই সুবৃহৎ অট্টালিকা তাঁহার উদ্যমেই নির্ম্মিত হইতেছে। স্কুল গৃহটীর নির্ম্মাণ কার্য্য সমাপন না হইতে হইতেই তিনি বদলী হইলেন। এই ইমারত খরচে বোধ হয় টাকার অনকুলান হইবে। তিনি থাকিলে চাঁদা ভিক্ষা ইত্যাদি দ্বারা আবশ্যকীয় অর্থ অবিলম্বে পূরণ করিতে পারিতেন এরূপ আশা ছিল।

যখন সরকারী ডাক্তারখানার অবনতি হয় হয় অবস্থা হইয়াছিল তখন তিনি ইহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য খুব সাহায্য করিয়াছিলেন।

রঘুনাথগঞ্জ মাইনর স্কুলের উন্নতি কল্পে অর্থ সংগ্রহ[illegible] দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছিলেন। আশু বাবু উকীলের কর্ত্তৃত্বাধীনে যে দরিদ্র ভাণ্ডার আয়ছ, অনঙ্গ বাবুই তাহার প্রতিষ্ঠাতা। দুর্ভিক্ষ পীড়িত দুস্থ লোকগণের মধ্যে তণ্ডুল বিতরণ কার্য্যে তিনি যাহা করিয়াছেন তাহা অত্যন্ত প্রশংসনীয়। কুষ্ঠব্যাধিগ্রস্ত অঙ্গুলি বিহীন ভিখারীর কাপড়ে স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দিয়া চাউল বাঁধিয়া দিতে আমরা স্বচক্ষে দেখিয়াছি।

মোটের উপর বলিতে গেলে অনঙ্গ বাবু হৃদয়বান পুরুষ। তাঁহার বদলীতে জঙ্গিপুর একজন লোক হিতৈষী কর্ম্মবীর হারাইলেন। আমরা ভগবানের নিকট তাঁহার স্বাস্থ্যসহ চির-উন্নতি কামনা করি।

অতিরিক্ত মুন্সেফ বাবুর বদলী।

জঙ্গিপুরের এডিসন্যাল মুন্সেফ বাবু মন্মথ কুমার রায় জঙ্গিপুরে দুই বৎসর বেশ সুনামের সহিত বিচারকার্য্য সমাধা করিয়া ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণায় বদলী হইলেন। আমাদের দেশের অশিক্ষিত বা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকের মনে একটা হাকিম—ভীতি আছে। হাকিম দেখিলেই ভয়ে কাঁপে মন্মথ বাবু সেই ভীতিজনক লোক ছিলেন না। হাকিমত্ব তাঁহার কোমল মেজাজকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। লোকে যাহাকে 'মাটীর মানুষ' বলে মন্মথ বাবু তাই ছিলেন। মন্মথ বাবু জঙ্গিপুরের মনোমত বাবু ছিলেন। তাঁহার বদলীতে সকলেই আন্তরিক দুঃখিত। ভগবান তাঁহার উন্নতি করুন। আমাদের ভরসা তিনি যেখানে যাইবেন সেইখানেই এই প্রকার লোকরঞ্জনে সমর্থ হইবেন।

রামলীলা।

অযোধ্যা জেলা হইতে একটী রামলীলা সম্প্রদায় রামলীলা অভিনয় করিবার জন্য রঘুনাথগঞ্জে আসিয়াছে। তাহাদের অভিনয় প্রায় প্রতিরাত্রেই হইতেছে। প্রত্যহ বহু হিন্দুস্থানি ও বাঙ্গালী লীলা দর্শনার্থ সমাগত হইতেছে। হিন্দুস্থানিগণ বেশ রসাস্বাদন করিতেছেন। বাঙ্গালী দুই একজন সমঝদার শ্রোতা আছেন আর অধিকাংশই কেবল হাত পা নাড়া দেখে আর গোলমাল করে।

বন্যার জলের গুণ।

ডাক্তারখানার পুষ্করিণীতে ম্যালেরিয়া উৎপাদক মশকের ডিম্ব খুব বেশী দেখা গিয়াছিল তাহা আমরা গত সপ্তাহে আলোচনা করিয়াছি। বন্যার জল উক্ত পুষ্করিণীতে প্রবেশ করার পর পরীক্ষায় দেখা গিয়াছে যে শতকরা অশী কমিয়া গিয়াছে। বন্যার জলে দেখিতেছি কেরোসিনের মত মশক নিধন শক্তি আছে।

দরিদ্রের সাহায্য।

—০—

জঙ্গিপুরের কতিপয় সহৃদয় ভদ্রলোক বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তিকে ৭০৲ টাকার চাউল বিতরণ করিয়াছেন। যিনি যে পরিমাণ সাহায্য করিয়াছেন নিম্নে তাহার তালিকা প্রদত্ত হইল।

মেসার্স	কালুরাম শ্রীমল	১৫৲
„	নগেনদাস ফুলচাঁদ	১৫৲
„	চেনাপ্পা পরশুরাম	৭৲
„	বাদরাজ কানাইয়া লাল	৪৲
মিঃ	শঙ্করলাল পারেখ	১৲
	চুণিলাল দারার স্ত্রী	৩৲
বাবু	জুথালাল সেরাওগী	৪৲
„	জ্ঞানীরাম জয়নারায়ণ	৪৲
„	ছোগমল সেরাওগী	৪৲
„	মনসুক সেরাওগী	২৲
„	বসন্তকুমার দাস	২৲
„	তৃপ্তিচন্দ্র ব্রজদুলাল দাস	২৲
„	গোপালচন্দ্র চক্রবর্ত্তী	২৲
„	জয়নারায়ণ সেরাওগী	২৲
„	চাঁদমল সেরাওগী	২৲
„	নয়নচন্দ্র ধর	২৲
„	শিউচাঁদ সেরাওগা	১৲

ভারতে যুদ্ধ-শান্তি-উৎসব।

—০—

আগামী ১৩ই ডিসেম্বর হইতে ১৬ই ডিসেম্বর পর্য্যন্ত ভারতে যুদ্ধ-শান্তির বিবরণ উৎসবানুরূপ সম্পাদিত হইবে। ইহার ভিতর সোমবার এবং মঙ্গলবার প্রধান উৎসব-দিন ধার্য্য হইয়াছে। শনিবার সমগ্র ভারতে সাধারণ ছুটির দিন এবং রবিবার জনসাধারণের জন্য সাধারণ ছুটির দিন বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। উৎসবানুষ্ঠান সম্বন্ধে ভারত গবরমেণ্ট কতক কতক প্রণালী উল্লেখ করিয়াছেন বটে; তবে উৎসবানুষ্ঠান প্রণালী প্রকৃত পক্ষে প্রাদেশিক গবরমেণ্ট সমুহের বিচার বিবেচনারই উপর নির্ভর করিতেছে। তাবৎ অর্চ্চনা মন্দিরেই ভগবত অর্চ্চনা সম্ভবতঃ এই উৎসবের অন্যতম অঙ্গ হইবে। এই স্থানে অকর্ম্মণ্যগণের এবং যুদ্ধে নিহত সৈন্যগণের আত্মীয় গণের সাহায্যের জন্য ভিক্ষা সংগৃহীত হইবে। কাঙ্গালী ভোজন সৈন্যগণকে ভোজদান, গ্রাম্য মেলা, বাজী ও আলোক সজ্জাদিও অনুষ্ঠিত হইবে। বালক বালিকাগণের মনে এই উৎসবানুষ্ঠানের বিরাটত্ব যাহাতে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হইতে পারে, এবং সর্ব্বসাধারণ যাহাতে এই উৎসবানন্দ ভোগ করিতে পারে, তাহার ব্যবস্থার জন্য প্রাদেশিক গবর্ণমেণ্ট সমূহকে বলা হইয়াছে। এই উৎসবের ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য এদেশে মোটা চাঁদা তোলা হইবে না বলিয়াই এক্ষণে প্রকাশ,—কোন কোন অনুষ্ঠানের ব্যয় প্রধানতঃ গবরমেণ্ট হইতেই প্রদত্ত হইবে। এই চারিদিন কালই ভারতের লক্ষ লক্ষ অন্নহীন এবং বস্ত্রহীন দরিদ্রগণকে পেট পূরিয়া আহার দেওয়া এবং প্রত্যেককেই নববস্ত্রে সজ্জিত করিবার ব্যবস্থা করা হউক,—ইহাই আমাদের পরামর্শ।

রাজনৈতিক বন্দি।

গত ২৫শে ভাদ্রের "সঞ্জীবনী" লিখিয়াছেন,—"আমরা অবগত হইয়াছি যে, শ্রীমান বারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রভৃতি আণ্ডামানের রাজনীতিক বন্দিগণ শীঘ্রই স্বাধীনতা লাভ করিবেন। আমরা শুনিয়াছি, শ্রীমান্ অরবিন্দ ঘোষকে বাঙ্গালা দেশে আসিতে দেওয়া হইবে কিনা, গবরমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিতেছেন এবং শীঘ্রই তৎসম্বন্ধে মীমাংসা করিবেন।"

অপূর্ব্ব দান।

—০—

মাদ্রাজের নিউ ইণ্ডিয়া একটী বিস্ময়কর সংবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। মাদ্রাজের 'মদন পল্লীর' ইণ্ডন্যাশানাল কলেজের কতকগুলি ছাত্র একটী শিল্পবিভাগ স্থাপন করিবার বন্দোবস্ত করিয়া "বুমিনিগেড়া বন্দীদিগের আবাসের' অধ্যক্ষ মুক্তিফৌজ সম্প্রদায়ের কাপ্তেন গ্রীন নামক একজন সাহেবকে আহ্বান করিতে যায়। তিনি ছাত্রদিগকে বলেন যে, তিনি অসুস্থ অবস্থায় শয্যাশায়ী হইয়াছেন; ছাত্রেরা পরে জানিতে পারে যে, তিনি একটী বন্দীর জন্য নিজের গাত্রচর্ম্ম দান করিয়াছেন। এই বন্দীর অগ্নিদাহে শরীর দগ্ধ হওয়ায় ডাক্তার বলিয়াছিলেন যে, কেহ যদি গাত্র চর্ম্ম দান করিতে পারে তবেই এই রোগী বাঁচিতে পারে। তদনুসারে মহানুভব কাপ্তেন গ্রীন নিজের দুইটী পদের প্রায় কুড়িটী স্থান হইতে চর্ম্ম দান করিয়া অসুস্থ হইয়া দুই মাস শয্যাশায়ী হইয়াছিলেন। এই প্রকার লোক সর্ব্বদেশের ও সর্ব্বসমাজের গৌরব। সময়

মৎস্য ধরিবার পাশ।

রঘুনাথগঞ্জের ম্যাকেঞ্জি পার্কের পুষ্করিণীতে মৎস্য ধরিতে ইচ্ছা করিলে প্রত্যেক ছিপ বাতগীর জন্য অগ্রিম দুই টাকা আমার নিকট দিলে আগামী মার্চ্চ মাস পর্য্যন্ত পাশ পাইবেন।

শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়,
রঘুনাথগঞ্জ চাউলপট্টী ডিস্পেন্সারী।

গুণেঅদ্বিতীয় গন্ধে অতুলনীয়

জবাকুসুম তৈল মস্তিষ্ক স্থির রাখে, মনকে প্রফুল্লিত করে, কেশের শোভা বর্দ্ধিত করে। এই সকল কারণে জবাকুসুম তৈল সকলের আদরণীয়। এই জন্যই জবাকুসুম তৈল কেশ তৈলের শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছে। অনেক নকল ও অনুকরণ সত্ত্বেও কোন তৈলই তাহাকে শীর্ষস্থানচ্যুত করিতে পারে নাই।

১ শিশি ১৲ টাকা।
৩ শিশি ২।০ ভিঃ পিতে ২৷৷৵০

ধাতুদৌর্ব্বল্যের মহৌষধ।

কল্যাণ বটিকা সেবনে ধাতুদৌর্ব্বল্য ও তজ্জন্য স্বপ্নমিকার রাদি উপসর্গ ত্বরায় প্রশমিত হইয়া শরীরের কান্তি ও পুষ্টি বর্দ্ধিত হয়। কল্যাণ বটিকার গুণ অব্যর্থ ও স্থায়ী।

১ কৌটা ২৲ ভিঃ পিতে ২৷৵০

অম্লপিত্ত রোগীর একমাত্র ভরসাস্থল।

ক্ষুধাবতী ঔষধ সেবনে অম্লপিত্ত রোগ শীঘ্রই দূরীভূত হয়। আকণ্ঠ ভোজনের পর একমাত্রা ক্ষুধাবতী সেবন করিলে তুলাতে অগ্নি সংযোগের ন্যায় গুরুপাক দ্রব্য ভস্মীভূত হইয়া যায়। অগ্নিতে জল সেকের ন্যায় বুকজ্বালা নিবারিত হয়।

১ শিশি ১৲ টাকা ভিঃ পিতে ১৷৵

অমৃতাদি বটিকা

ম্যালেরিয়া জ্বরনাশে অব্যর্থ।

অমৃতাদি বটিকা সেবনে সর্ব্বপ্রকার জ্বর বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বর অতি শীঘ্র দূরীভূত হইয়া থাকে। প্লীহা ও যকৃতের বৃদ্ধি হইলে অমৃতাদি বটিকা সেবনে আশ্চর্য্যজনক ফল পাওয়া যায়, জ্বরের হস্ত হইতে নিস্কৃতি পাইবার জন দেশ দেশান্তর ভ্রমণ করিতে হয় না।

১ কৌটা ভিঃ পিতে ১৷৵০

সি, কে, সেন এণ্ড কোং লিমিটেড।
ব্যবস্থাপক ও চিকিৎসক—
শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেনকবিরাজ
২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

আতঙ্কনিগ্রহ ঔষধালয়ের আয়ুর্ব্বেদীয় অমূল্য উপদেশ।

সর্ব্বমন্যং পরিত্যজ্য শরীরমনুপালয়েৎ ;
তদভাবেহি ভাবানাং সর্ব্বাভাবঃ শরীরিনাম্ ॥ ১ ;
চরক সংহিতা।

অর্থ—অন্য সকল পরিত্যাগ করিয়া শরীর পালন করা কর্ত্তব্য শরীরের অভাবে জীবদিগের সকলেরই অভাব হয়।

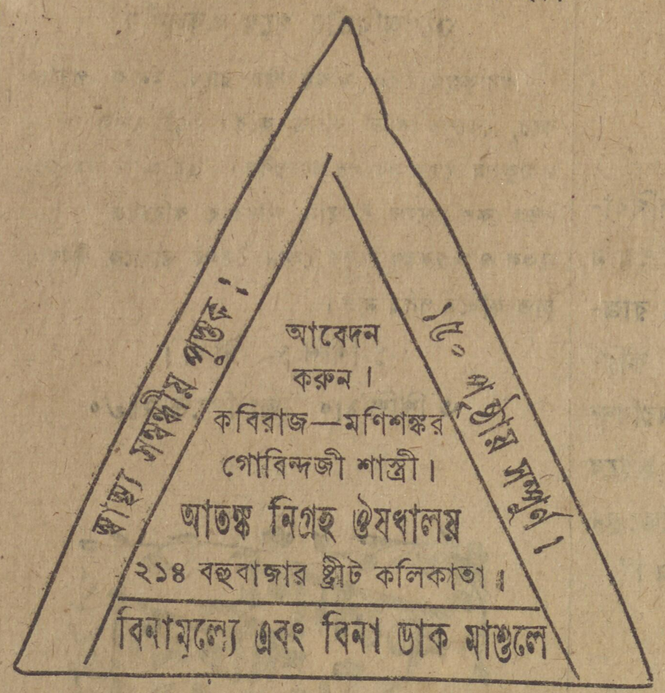

স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় পুস্তক!
১৫০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ।
আবেদন করুন।
কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী।
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বহুবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।
বিনামূল্যে এবং বিনা ডাক মাশুলে

১—দীর্ঘায়ু ২—স্বাস্থ্য ৩—শক্তি	এই তিনটী জিনিস লাভ করিবার প্রকৃত উপায়—

আতঙ্ক-নিগ্রহ বটিকা।

শক্তিহীনকে শক্তিশালী করিয়া, আত্মকৃত কু-অভ্যাস জনিত ভগ্নস্বাস্থ্য ও জীবনে হতাশ ব্যক্তিদিগকে স্বাস্থ্য ও নব জীবন দান করিয়া ভৈষজ্য জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার ও পৃথিবী ব্যাপী অতুল কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়াছে

এই বটিকা রক্ত পরিষ্কার করে, কোষ্ঠ কাঠিন্য দূর করে, পারপাক শক্তি বৃদ্ধি করে, স্বপ্নদোষ, প্রস্রাবের সহিত ধাতুস্রাব, বন্ধ্যত্ব দোষ এবং সর্ব্ব প্রকারের দুর্ব্বলতা দূর করিয়া স্বাস্থ্য, শক্তি, দীর্ঘায়ু দান করিয়াছে;

৩২ বটিকাপূর্ণ ১ কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র একত্রে অধিক টাকার ঔষধ ক্রয় করার কমিশন ও উপহারের বিষয় জানিবার নিমিত্ত মূল্য নিরূপণ পুস্তিকার জন্য আবেদন করুন।

কবিরাজ—মণিশঙ্কর গোবিন্দজী শাস্ত্রী
আতঙ্ক নিগ্রহ ঔষধালয়
২১৪ বৌবাজারষ্ট্রীট, কলিকাতা

অতি সস্তার

কুহকে মজিয়া স্বাস্থ্য ও অর্থ নষ্ট করিবার পূর্ব্বে আমাদের বিশুদ্ধ আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধ ব্যবহার করুন। শ্বাস কাসের মহৌষধ চ্যবনপ্রাশ /১ সের ৬৲ সাধারণ মকরধ্বজ ১ ভরি ৮৲ হিন্দুলোথ পারদযোগে প্রস্তুত মকরধ্বজ ১ ভরি ১৬৲ ধাতুদৌর্ব্বল্য অগ্নিমান্দ্য ও সুতিকায় "জীবনীয় রসায়ন" ইহা অল্পমেধ ছাত্র, প্রসুতি ও দুর্ব্বলের একমাত্র সহায়। মূল্য ২০ মাত্রা ১ শিশি ১৲ হাঁপানীর "বাসারিষ্ট ও কনকাসব" ১ মাত্রা সেবনেই হাঁপ কষ্ট কমিবে। মূল্য ১ শিশি ৳০ ও ॥০ আনা। প্রদরের অশোকারিষ্ট, ক্ষয় ও কাসের দ্রাক্ষারিষ্ট, বাতরক্ত, কুষ্ঠ, উপদংশ ও সকলপ্রকার রক্ত দুষ্টির অনন্তারিষ্ট ১ বোতল ১৷০ প্রমেহের চন্দনারিষ্ট ও চন্দনাদি চূর্ণ ১ দিনেই জ্বালা যন্ত্রণা ও পূয নির্গমন কমিবে। একত্রে ১৪ দিন সেবনোপযোগী ২৲ অগ্নিমান্দ্যে ভাস্কর লবণ /০ ছটাক ॥৵০ অগ্নিমান্দ্যে গঙ্গাধরী পাচক ১ কৌটা ১৫ বটী ।০ ইহা অগ্নিবর্দ্ধক অরুচি নাশক। কোষ্ঠ বদ্ধে গঙ্গাধরী রেচক বা দ্রাক্ষাদি ১ কৌটা ৯ বটী ।/০ ইহাতে আমবাত, কোমরের ব্যথা, পুরাতন জ্বর, গুল্ম ও শূল প্রভৃতি আরোগ্য হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে সেবনে সকালে কোষ্ঠ শুদ্ধ হয়। দন্ত মঞ্জন ১ কৌটা ৵০। দাদের মলম ১ কৌটা ।০ আনা। অন্যান্য ঔষধ ও জারিত ধাতু দ্রব্য সুবিধা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়। পাইকার ও ছাত্রদিগকে সুবিধায় দেওয়া হয়।

সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ রাজেন্দ্রনারায়ণ সেন মহাশয়ের ভাগিনেয় ও ছাত্র আয়ুর্ব্বেদীয় পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ পদকপ্রাপ্ত
কবিরাজ শ্রীবিভূতিভূষণ গুপ্ত কবিরঞ্জন, গয়া।

আমাদের নিকট চাঁদী, সোনা গিনি উচিত মূল্যে পাওয়া যায়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে।
জঙ্গিপুর সাহেব বাজার (মুর্শিদাবাদ)

সুরমা

ফুলশয্যায় সুরমা।

আবার বিবাহের সময় আসিতেছে। আবার বিধাতার বিধানে অনেক নরনারীর ভাগ্যলিপি সমসূত্রে আবদ্ধ হইবার মাহেন্দ্রক্ষণ আসিতেছে। মনে রাখিবেন বিবাহের তত্ত্বে, বর-কনের ব্যবহারের জন্য, ফুলশয্যার দিনে সুরমার বড়ই প্রয়োজন। ফুলশয্যার রাত্রে কোন বাড়ীর মহিলারা সুরমা ব্যবহার করিলে, ফুলের খরচ অনেক কম হইবে। "সুরমার" সুগন্ধে শত বেলা, সহস্র মালতীর সৌরভ গৃহ-কক্ষে ফুটিয়া উঠিবে। সমস্ত মঙ্গলকার্য্যেই "সুরমার" প্রচলন। বড় এক শিশি সুরমায় অর্থাৎ সামান্য ৸০ বার আনা ব্যয়ে অনেক কুলমহিলার অঙ্গরাগ হইতে পারে।

বড় এক শিশির মূল্য ৸০ বার আনা; ডাকমাশুল ও প্যাকিং ॥৵০ এগার আনা। তিন শিশির মূল্য ২৲ দুই টাকা মাত্র; মাশুলাদি ১।৵০ এক টাকা পাঁচ আনা।

সোমবল্লী-কষায়।

আমাদিগের এই সালসা ব্যবহারে সকলপ্রকার বাত, উপদংশ, সর্ব্বপ্রকার চর্ম্মরোগ, পারা-বিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয়ই আরোগ্য হয়। অধিকন্তু ইহা সেবন করিলে, শারীরিক দৌর্ব্বল্য ও কৃশতা প্রভৃতি দূরীভূত হইয়া শরীর হৃষ্ট-পুষ্ট এবং প্রফুল্ল হয়। ইহার ন্যায় পারাদোষনাশক ও রক্তপরিষ্কারক সালসা আর দৃষ্ট হয় না। বিদেশীয়দিগের বিলাতী সালসা অপেক্ষা ইহা অধিক উপকারক। ইহা সকল ঋতুতেই বালক-বৃদ্ধ-বনিতাগণ নির্ব্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। সেবনের কোনরূপ বাঁধাবাঁধি নিয়ম নাই। এক শিশির মূল্য ১৷০ টাকা; ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

জ্বরাশনি।

জ্বরাশনি—ম্যালেরিয়ার ব্রহ্মাস্ত্র। জ্বরাশনি—যাবতীয় জ্বরেই মন্ত্রশক্তির ন্যায় উপকার করে। একজ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, প্লীহা ও যকৃৎঘটিত জ্বর, দ্বৈকালীন জ্বর, মজ্জাগত ও মেহঘটিত জ্বর, ধাতুস্থ বিষমজ্বর, এবং মুখনেত্রাদির পাণ্ডুবর্ণতা, ক্ষুধামান্দ্য, কোষ্ঠবদ্ধতা, আহারে অরুচি, শারীরিক দৌর্ব্বল্য, বিশেষতঃ কুইনাইন সেবনে যে সকল জ্বর আরোগ্য না হয়, সে সমস্তই এই ঔষধ সেবনে নিঃসন্দেহরূপে নিবারিত হয়। ইহার সহায়তায় যে কত নিরাশ রোগী নবজীবন লাভ করিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা, মাশুলাদি ১৵০ এক টাকা তিন আনা।

মিল্‌ক অব্ রোজ।

ইহার মনোরম গন্ধ জগতে অতুলনীয়। ব্যবহারে ত্বকের কোমলতা ও মুখের লাবণ্য বৃদ্ধি পায়। ব্রণ, মেচেতা, ছুলি, ঘামাচি প্রভৃতি চর্ম্মরোগ সকলও ইহাদ্বারা অচিরে দূরীভূত হয়। মূল্য বড় শিশি ॥০ আট আনা, মাশুলাদি ।৵০ সাত আনা।

যাবতীয় কবিরাজি ঔষধ, তৈল, ঘৃত, মোদক, অবলেহ, আসব, অরিষ্ট, মকরধ্বজ, মৃগনাভি এবং সকলপ্রকার জারিত ধাতুদ্রব্য আমরা অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করিয়া, যথেষ্ট সুলভদরে বিক্রয় করিতেছি। এরূপ খাঁটি ঔষধ অন্যত্র দুর্লভ।

রোগিগণ স্ব স্ব রোগবিবরণ লিখিয়া পাঠাইলে, আমরা অতি যত্নসহকারে উপযুক্ত ব্যবস্থা পাঠাইয়া থাকি। ব্যবস্থা ও উত্তরের জন্য অর্দ্ধ আনার ডাক-টিকিট পাঠাইবেন

কবিরাজ—শ্রীশক্তিপদ সেন।
আয়ুর্ব্বেদীয় ঔষধালয়।
১৯।২ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ট্রেটিবাজার, কলিকাতা।

বিজ্ঞাপন।

আমাদের দোকানে নানাবিধ বোম্বাই সাড়ী পার্শি সাড়ী, মির্জ্জাপুরি রেশমি বস্ত্র, মটকা, দেশী বিলাতী কাপড় খাগড়ার বাসন অতি অল্প মুনফায় বিক্রয় করা হয়। পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

শ্রীশচীনন্দন দে শ্রীবিভূতিভূষণ দে।
রঘুনাথগঞ্জ চাউল পটীজঙ্গিপুর, (মুর্শিদাবাদ)

ডাঃ এন, এল, পালের

সুদর্শন সার।

(সর্ব্ববিধ জ্বরের অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্র।)

দুই দিন সেবন করিলেই ফল বুঝিতে পারিবেন। বিশেষতঃ ম্যালেরিয়া জ্বরের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইতে হইলে সুদর্শন সার ব্যবহার করুন। প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত জ্বরে ইহা মন্ত্রশক্তির ন্যায় কার্য্য করে। মূল্য প্রতি শিশি ॥৵০ দশ আনা

ডাঃ নন্দলাল পাল
রঘুনাথগঞ্জ